"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা আর বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটিতে যে পার্থক্য রয়েছে সেটাকে চেনো, বাবা তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের সাথে খেলতে পারেন, খেতে পারেন না"

*প্রশ্নঃ - সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস - এর ভাবার্থ কি?

*উত্তরঃ - তোমরা এখন সৎ এর সঙ্গে আছো অর্থাৎ বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত আছে তাই পার হয়ে যাও। কিন্তু পুনরায় ধীরে ধীরে কুসঙ্গ অর্থাৎ দেহের সঙ্গ-তে আসার কারণে ক্রমশঃ নীচে নামতে থাকো। কারণ সঙ্গের রং লেগে যায়, সেইজন্য বলা হয়- সৎ-সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস।

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চাদের দুটো ক্লাস হয়ে গেছে। এটা ভালোই হয়েছে, এক হলো স্মরণের যাত্রা, যাতে পাপ কাটতে থাকে, আত্মা পবিত্র হতে থাকে আর দ্বিতীয় ক্লাস হলো জ্ঞানের। জ্ঞানও সহজ। ডিফিকাল্ট কিছু নয়। তোমাদের সেন্টার আর এখানের মধ্যে পার্থক্য আছে । এখানে তো বাবা বসে আছেন আর বাচ্চারাও আছে। এই মেলা হলো বাবা আর বাচ্চাদের । আর তোমাদের সেন্টারে মেলা বসে বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে, সেইজন্য বাচ্চারা সম্মুখে আসে। যদিও সেন্টারের বাচ্চারাও স্মরণ করে, কিন্তু এখানে তোমরা সম্মুখে দেখো - তোমার সাথেই বসবো, তোমার সাথেই কথাবার্তা বলবো...। বাবা বুঝিয়েছেন বাবা আর বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটিতে পার্থক্য আছে। খেয়াল করো, এতে বাবার কি পার্ট আর রথের কি পার্ট? বাবা কি রথের দ্বারা খেলতে পারেন? হ্যাঁ খেলতে পারেন। যেমন তোমরা বলো - তোমার সাথেই উঠবো বসবো, সেইরকমই যদি বলো - তোমার সাথেই খাবো... কেননা তিনি নিজে তো আহার করেন না। বাচ্চাদের সাথে খেলা-ধূলা করেন সেটা তো বাবা নিজেও বোঝেন যে, দুজনে খেলেন। সব কিছু তো এখানেই করেন তোমাদের সাথে, কারণ উনি সুপ্রিম টিচারও। টিচারের তো কাজই হলো বাচ্চাদের আমোদিত করা। ইনডোর গেমস হয় না! আজকাল তো গেমস্ও অনেক রকম, বিভিন্ন প্রকারের বেরিয়ে গেছে। সব থেকে নামজাদা খেলা হলো পাশা, যার বর্ণনা মহাভারতে আছে। কিন্তু সেটা জুয়ার রূপে আছে। জুয়ারিদের আটক করা হয়। এই সব কথা ভক্তি মার্গের বইপত্রের থেকে বের হয়েছে।

তোমরা জানো যে এই ব্রত, নিয়মাচার ইত্যাদি সব ভক্তি মার্গের ব্যাপার। নির্জলা থাকা, খাবারও খায় না তো জলও পান করে না। যদি ভক্তি মার্গে প্রাপ্তি হয়ও তবে তা অল্প সময়ের। এখানে তো বাচ্চারা তোমাদের সব বোঝানো হয়। ভক্তি মার্গে অনেক ধাক্কা খেতে হয়। জ্ঞান মার্গ হলো সুখের মার্গ। তোমরা জেনে গেছো আমরা সুখের উত্তরাধিকার বাবার থেকে প্রাপ্ত করছি। ভক্তি মার্গেও স্মরণ করতে হয় এক জনকেই। এক এর পূজাও হলো অব্যাভিচারী পূজা, সেটাও ভালো। ভক্তিও সতঃ-রজঃ-তমঃ হয়। সব থেকে উঁচুর থেকেও উঁচুতে সতোগুণী হল শিববাবার ভক্তি। শিববাবা এসেই সব বাচ্চাদের সুখধামে নিয়ে যান। যিনি সবচেয়ে বেশী বাচ্চাদের সেবা করেন, পবিত্র করেন তাঁকেই সবাই ডাকে। আবার বলে নুড়ি পাথরে (মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরো, পাথরের টুকরো) ভগবান আছেন, এটা বলে তাঁর নিন্দা করা হয়। তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের অসীম জগতের বাবার দ্বারা রাজ্য ভাগ্যের প্রাপ্তি হয়েছিল, আবার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। তোমরা জ্ঞানকে আলাদা, ভক্তিকে আলাদা মনে করো। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য কি করে চলে- এটাও তোমরা নম্বরঅনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জান, সেইজন্য প্রচার পত্র (পর্চা) ইত্যাদিও ছাপাতে থাকো। কারণ মানুষকে সঠিক ভাবে সত্যিকারের বোঝানোও তো দরকার, তাই না ! তোমাদের সব কিছুই হল সত্য।

বাচ্চাদের সার্ভিস করা উচিত । সার্ভিস তো অনেক আছে। এই ব্যাজই কতো ভালো সেবার মাধ্যম । সবচেয়ে বড় শাস্ত্র হলো এই ব্যাজ। এখন এটা হলো জ্ঞানের কথা, এতে বোঝাতে হয়। এই স্মরণের যাত্রা হলো সম্পূর্ণ আলাদা। একে বলা হয় অজপাজপ। কিছু জপতে হবে না। মনে মনেও শিব-শিব বলতে হবে না । শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটা তো জানো শিববাবা হলেন বাবা, আমরা আত্মারা হলাম তাঁর সন্তান। তিনিই সম্মুখে এসে বলেন - আমি হলাম পতিত-পাবন, আমি কল্প-কল্প আসি পবিত্র করতে। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো। আমাকে অর্থাৎ নিজের বাবাকে স্মরণ করো, তবে পবিত্র হয়ে যাবে। আমার পার্টই হলো পতিতকে পবিত্র করা। এটা হলো বুদ্ধির যোগ বা বাবার সাথে সঙ্গ। সঙ্গ থেকে রঙ লাগে। বলা হয় সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, কুসঙ্গে নরকবাস...বাবার সাথে বুদ্ধি যোগ যুক্ত হওয়াতে পবিত্র হতে থাকো। পুনরায় নীচে নামতে শুরু করে দাও। যার জন্যই গাওয়া হয় সৎ এর সঙ্গ পার করে...এর অর্থও ভক্তি মার্গের লোক জানে না। তোমরা মনে করো আমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে, এই পতিত আত্মা পবিত্র

পরমাত্মার সাথে বুদ্ধির যোগ যুক্ত করে পবিত্র হতে থাকে। আত্মা পরমাত্মা-বাবাকে স্মরণ করে। যখন আত্মা পিওর হয়, তখন শরীর ও পবিত্র হবে, সত্যিকারের সোনা হবে। এটাই হলো স্মরণের যাত্রা। যোগ অগ্নির দ্বারা বিকর্ম ভস্ম হয়, খাদ নির্গত হয়ে যায়। তোমরা জানো যে সত্যযুগী নতুন দুনিয়াতে আমরা পবিত্র সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলাম, ১৬ কলা সম্পূর্ণও ছিলাম। এখন কোনো কলাই অবশিষ্ট নেই, একে বলা হয় রাহুর গ্রহণ। সমস্ত দুনিয়া, বিশেষতঃ ভারতে রাহুর গ্রহণ লেগেছে। দেহও কালো, আর যা কিছু তোমরা এই চোখে দেখছো সব হলো কালো। যেইরকম রাজা রাণী সেইরকম প্রজা। শ্যাম সুন্দরের অর্থও কেউ জানে না। কত রকমের নাম এখন মানুষের। এখন বাবা এসে অর্থ বুঝিয়েছেন যে, তোমরাই প্রথমে সুন্দর, আবার শ্যাম হয়ে যাও। জ্ঞান চিতার উপরে বসার জন্য তোমরা সুন্দর হয়ে যাও। আবার এরকম হতে হবে- শ্যাম থেকে সুন্দর, সুন্দর থেকে শ্যাম। এর অর্থ বাবা আত্মাদের বুঝিয়েছেন। আমরা আত্মারা এক বাবাকেই স্মরণ করি। বুদ্ধিতে এসে গেছে আমরা হলাম বিন্দু। একে বলা হয় সেল্ফ রিয়েলাইজেশন। সেটা দেখার জন্য ইনসাইট (অর্ন্তদৃষ্টি) চাই । এটা তো হলো বোঝার ব্যাপার। আত্মাকে বোঝাতে হবে। আমি হলাম আত্মা, এটা হলো আমার শরীর। আমরা এখানে শরীরে এসে পার্ট প্লে করি। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী সর্বপ্রথম আমরা আসি। আত্মা তো সবাই, অনেক। কারও ভূমিকা বেশী, কারও কম। এটা হল অনেক বড় অসীম জগতের নাটক। এতে নম্বর অনুযায়ী কিভাবে আসে, কি করে ভূমিকা পালন করে- এসব তোমরাই জানো। সর্বপ্রথম হলো দেবী-দেবতার কুল (ঘরানা) । এই নলেজও তোমাদের এখনকার, এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের। পরবর্তী কালে আবার এর কিছুই স্মরণে থাকবে না। বাবা স্বয়ং বলেন এই জ্ঞান প্রায়ঃ লোপ হয়ে যায়। কারোরই জানা নেই এই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কিভাবে হয়েছে। চিত্র তো আছে কিন্তু সেটা কি ভাবে স্থাপন হয়েছে, তা কারোরই জানা নেই। বাচ্চারা, এটা কেবল তোমাদেরই জানা আছে আর তোমরা আবার অন্যান্যদেরকেও নিজের সমান করে নাও। অনেক হয়ে গেলে আবার অবশ্যই লাউড স্পিকারও রাখতে হবে। অবশ্যই কোন পদ্ধতি বেরোবে। অনেক বড় হল্-এরও দরকার পড়বে। যেমনটি পূর্ব কল্পে যা কিছু অ্যাক্ট করেছিলে সেটাই আবার হবে। এটা বোঝা গেছে। বাচ্চারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে। বাবা বুঝিয়েছেন বিবাহের জন্য যারা হল্ ইত্যাদি তৈরী করে তাদেরকেও বোঝাও। এখানেও বিবাহের জন্য ধর্মশালা ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে, তাইনা! কেউ নিজের বংশের হলে শীঘ্রই বুঝে যায়, যারা এই বংশের হবে না তারা বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। যারা এই বংশের হবে তারা মেনে নেবে যে এটা সত্যি বলছে, যারা এই ধর্মের নয় তারা লড়াই করবে, বলবে এই প্রথা তো চলে আসছে। এখন হলো অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ, বাবা আবার এসেছেন পবিত্র করে তুলতে। তোমরা পবিত্রতার উপর কতো জোর দাও, সেইজন্য কত বিঘ্ন আসে। আগা খাঁ (শিয়া মুসলিম ইমাম ), পোপ এদেরও কত সম্মান আছে। তোমরা জানো পোপ কি করেন। চার্চে বহু মানুষের বিবাহ করান, অনেক বিবাহ হয়। পোপ চার হাত এক করায় । এটাকেই তারা অনেক সম্মানের বলে মনে করে। বিবাহ উপলক্ষে মহাত্মাদেরও আমন্ত্রণ জানায় । আজকাল তারা বিবাহের বাগদানের অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করায়। বাবা বলেন কাম হলো বড় শত্রু। এই অর্ডিন্যানস্ বের করা মাসীর বাড়ী যাওয়ার মতো সহজ নয়। এটা বোঝানোর জন্য খুব ভালো রকমের যুক্তি দেওয়ার দরকার। পরবর্তী কালে ক্রমশঃ বুঝতে পারবে। আদি সনাতন হিন্দু ধর্মের যারা, তাদেরকে বোঝাও। তারা শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে বরাবর আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, হিন্দু ধর্ম নয় । যেমন তোমরা বাবার দ্বারা বুঝে গেছ সেরকম অন্যরাও বুঝে নিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এটাও পরিপক্ক ভাবে সুনিশ্চিত, এই কলম (চারা) লাগতেই থাকবে। তোমরা বাবার শ্রীমতের দ্বারা দেবতায় পরিণত হচ্ছ। এরা হল নতুন দুনিয়ার বসবাসকারী। প্রথমে তো তোমাদের জানা ছিল না যে বাবা সঙ্গমযুগে এসে আমাদের ট্রান্সফার করবেন। একটুও জানা ছিল না। এখন তোমরা জানো সত্যিকারের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ এটাকে বলা হয়। আমরা পুরুষোত্তম তৈরী হচ্ছি। এখন যত পুরুষার্থ করবে ততই তৈরী হবে।

প্রত্যেককে নিজের মনকে প্রশ্ন করতে হবে। স্কুলে যে সাবজেক্টে কাঁচা থাকে তো বুঝে যায় যে আমি পাশ করব না। এটাও হলো পাঠশালা, স্কুল। গীতাপাঠশালা তো সুপরিচিত। আবার এর নাম কিছুটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তোমরা লেখো 'সত্য গীতা, মিথ্যা গীতা' এতেও তারা রুষ্ট হয়। ফলে অবশ্যই খিটখিট হবে, এতে ভয়ের কিছু নেই। আজকাল তো এটা ফ্যাশন হয়ে গেছে, বাস ইত্যাদি জ্বালায়, আগুণ লাগাতে থাকে। যে যা শেখাচ্ছে, সেটাই শেখে। আগের থেকেও বেশী সব শিখে গেছে। সবাই পিকেটিং ইত্যাদি করতে থাকে। প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্টেরও ঘাটতি পড়ে যায়, তাই আবার ট্যাক্স বাড়াতে থাকে। একদিন ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সবার বাক্স খুলে দেবে। আনাজ ইত্যাদির জন্যও অনুসন্ধান চলে যে বেশী রাখেনি তো! এই সব ব্যাপার থেকে তোমরা বেরিয়ে গেছো। তোমাদের জন্য মুখ্য হলোই স্মরণের যাত্রা। বাবা বলেন আমার এইসব বিষয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। আমার তো শুধু কাজ হলো রাস্তা বলে দেওয়া। এতে তোমাদের দুঃখ সব দূর হয়ে যাবে। এই সময় তোমাদের কর্মের হিসাব পত্র মিটতে থাকে। অবশিষ্ট রোগ ইত্যাদি সব বেরিয়ে আসবে। পুরানো কর্মের হিসাবপত্র মিটে যাবে। ভয় পেতে নেই। অসুস্থ মানুষকেও ভগবানের স্মরণ করানো হতে থাকে। তোমরা হাসপাতালে গিয়েও নলেজ

দাও যে বাবাকে স্মরণ কর তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। শুধু এই জন্মের ব্যাপার নয়, ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, কখনো রোগ হবে না এক বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের আয়ুও বেড়ে যাবে। ভারতবাসীদের আয়ু বেশী ছিল, নিরোগী ছিল। এখন বাবা তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের শ্রীমত দিচ্ছেন শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। পুরুষোত্তম শব্দটা কখনো বিস্মৃত হবে না। কল্প-কল্প তোমরাই হও। এরকম আর কেউ বলতে পারে না। তাই এ ধরনের সার্ভিস অনেক করতে পারো। ডাক্তারদের থেকে তো যে কোনো সময় সাক্ষাতের জন্য সময় নির্ধারণ করতে পারো। চাকুরিজীবীরাও অনেক সেবা করতে পারে। রোগীদের বলো - আমাদেরও বড় ডাক্তার আছে, অবিনাশী অসীম জগতের সার্জেন আছেন। আমরা ওঁনার হয়েছি, যার জন্য আমরা ২১জন্ম নিরোগী হয়ে যাই। হেল্থ মিনিস্টারকে বোঝাও- মানুষ হেল্থ-এর জন্য কেন এত চিন্তা করে। সত্যযুগে মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল। শান্তি, সুখ, পবিত্রতা - সব ছিল।

সমগ্র দুনিয়ায়, তোমরাই সকলের কল্যাণ করে থাকো। তোমরা হলে পান্ডা, তাইনা ! তোমরা হলে পান্ডব সম্প্রদায়। এসব কারো বুদ্ধিতেই আসবে না। ফুড মিনিস্টারকে বোঝাও - সবার আগে সবচেয়ে বড় ফুড মিনিস্টার তো হলেন শিববাবা। এত আনাজ দেন যে স্বর্গেও কখনো কম হবে না। এখন তোমরা আছো সঙ্গমযুগে। সমস্ত চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, সেই জন্য তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বলা হয়। এখন যদিও ভারত ইনসলভেন্ট হয়ে গেছে। বুদ্ধিমান এসে বুদ্ধি বা জ্ঞান শেখাতে থাকেন, এটাও তোমরা বাচ্চারা জানো। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) এক বাবাকে সাথী বানিয়ে - 'তোমার সাথেই বসবো, তোমার থেকেই শুনবো, তোমার সাথেই খাবো...' এটা অনুভব করতে হবে। কুসঙ্গ ছেড়ে সৎ এর সঙ্গে থাকতে হবে।

২ ) কর্মের হিসেব-নিকেশকে স্মরণের যাত্রা আর কর্মযোগের দ্বারা পরিশোধ করে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। সঙ্গমযুগে নিজেকে সম্পূর্ণ ট্রান্সফার করতে হবে।

*বরদানঃ-* অন্তর থেকে "আমার বাবা" বলে সত্যিকারের সওদা করে স্যারেন্ডার বা মরজীবা (জীবিত থেকে মৃতবৎ) ভব

ব্রহ্মাকুমার কুমারী হওয়া মানে স্যারেন্ডার হওয়া। যখন অন্তর থেকে বলো "আমার বাবা" তখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, সবকিছু তোমাদের। প্রবৃত্তিতে থাকো বা সেন্টারে, কিন্তু যে অন্তর থেকে বলবে "আমার বাবা", তখন বাবাও তাকে নিজের বানিয়ে নেবেন, এটা হলো অন্তর থেকে সওদা করা, মুখের দ্বারা বলা স্থুল সওদা নয়। স্যারেন্ডার মানে শ্রীমতের আন্ডারে যারা থাকে। এইরকম স্যারান্ডার যারা হয় তারাই হলো মরজীবা (জীবিত থেকেও মৃতবৎ) ব্রাহ্মণ।

*স্লোগানঃ-* যদি "আমার" শব্দের প্রতি ভালোবাসা থাকে তবে অনেক "আমার"-কে এক "আমার বাবা"-তে সমাহিত করে দাও।

আজ আমাদের সকলের অতি স্নেহী, বাপদাদার নয়নের মণি, নিজের হৃদয়ে দিলারাম বাবাকে স্থাপনকারী, বাপদাদার রথ (ছোট নন্দী) দাদী গুলজারজী ১১ই মার্চ ২০২১ তারিখে অব্যক্ত বতনবাসী হয়েছিলেন। আজ তাঁর পূণ্য স্মৃতি দিবসে আমরা সবাই তাঁর অমূল্য মহাবাক্য নিজের জীবনে ধারণ করে তাঁর স্নেহ আর বাপদাদার পালনার রিটার্ণ দেবো, এটাই হলো তাঁর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

গুলজার দাদীজীর দ্বারা উচ্চারিত কিছু অমূল্য মহাবাক্য :-

১ ) নিজের সমস্ত দায়িত্ব বাবাকে অর্পণ করে ডবল লাইট থাকো তাহলে খুশীতে নাচতে থাকবে।

২ ) মন-বুদ্ধি এক বাবার প্রতি সংযুক্ত করা, একাগ্র করাই হলো সত্যিকারের সাধনা।

৩ ) পরমাত্ম প্রেম হলো নিঃস্বার্থ প্রেম; এর রিটার্ন স্বরূপ - কেবল তাঁর সমান হও।

৪ ) বাবাকে সাথী রূপে অনুভব করার জন্য মন-বুদ্ধিকে ক্লিন আর ক্লিয়ার রাখো।

৫ ) সর্বশক্তিমান বাবা সাথে আছেন তাই সদা আনন্দে থাকো, দ্বিধাগ্রস্ত হবে না, ঘাবড়ে যাবে না, আর কখনো হতাশ নিরাশও হবে না।

৬ ) অন্তঃ বাহক শরীরের (ফরিস্তা) দ্বারা সেবা করার জন্য ডবল লাইট হও।

৭ ) বাবাকে মনের কথা শোনাও, নয়নে বসিয়ে রাখো তাহলে কোনও দেহধারীর প্রতি দৃষ্টি যাবে না।

৮) অন্তিম সময়ে মন্সা সেবা করার জন্য সর্বশক্তির স্টক জমা করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;